২২ অক্টোবর জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস, ২০২৩

আইন মেনে সড়কে চলি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

■ প্রকাশনা : বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ■ সহযোগিতায় : তথ্য অধিদফতর (পি আই ডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডি এফ পি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ■

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।
০৬ কার্তিক ১৪৩০
২২ অক্টোবর ২০২৩

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৩' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'আইন মেনে সড়কে চলি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি' বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুবই সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

টেকসই উন্নয়ন ও 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে' উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থার বিকল্প নেই। সে লক্ষ্যে উন্নত ও দক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকারের দৃষ্টিতে নানামুখী উদ্যোগ পরিবহণ খাতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। দেশব্যাপী গড়ে তোলা হয়েছে বিস্তৃত যোগাযোগ নেটওয়ার্ক। 'রোডিস পরিকল্পনা-২০৪১' অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সব মহাসড়ক ছয় লেন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে আরো লেনে উন্নীতকরণের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সম্প্রতি মেট্রোরেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের যুগে প্রবেশ করেছে। কর্ণফুলির বুক চিরে তৈরি করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু টানেল। রাজধানি আয়তনগত প্রতীক্ষা পদ্মা সেতু চালুর মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটেছে দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতিকির অবস্থার। এছাড়া সড়ক, মহাসড়কসহ ও ফুটিফুক্ত সড়ক যোগাযোগ নিশ্চিতকরণে সড়ক ডিভাইডার নির্মাণ, ফুটিফুক্ত বাস সার্ভিসসহ, ট্রাফিকব্যবস্থা, আন্তজাতিক, ওভারপাস নির্মাণ, ট্রাফিক সাইন ও সিগন্যাল স্থাপন/পুনঃস্থাপন, গাড়ি চালকদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ নানামুখী উদ্যোগ ও কার্যক্রম অব্যাহত আছে। 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এসব পদক্ষেপ অগ্রের এক নতুন বাংলাদেশের চিত্রই প্রতিফলন।

অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সড়ক নিরাপত্তা। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে সড়কে মোটরযানের সংখ্যা ও সড়ক দুর্ঘটনা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সড়ক দুর্ঘটনায় মানুষের শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতি হয়, অনেক পরিবার চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। সড়কে দুর্ঘটনা রোধকল্পে সরকারের গৃহীত নানামুখী পদক্ষেপগুলোর পাশাপাশি মালিক, শ্রমিক, যাত্রী, পথচারী ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের এ সংক্রান্ত আইন ও বিধি-নিষেধ জানা ও সেগুলো মেনে চলার বিকল্প নেই। সড়কের দুর্ঘটনামুক্ত করতে বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত ও সকলের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে- এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো: সাহাবুদ্দিন

মন্ত্রী
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আইন মেনে সড়কে চলি, 'স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি প্রতিপাদ্যে নিয়ে সপ্তমবারের মত দেশব্যাপী আজ পালিত হচ্ছে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উদ্যোগে ২০১৭ সাল থেকে দিবসটি পালিত হচ্ছে।

নিরাপদ সড়ক আমাদের সবার প্রত্যাশা। এ প্রত্যাশা পূরণে তথা সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কাজ করছে শেখ হাসিনা সরকার। এ লক্ষ্য অর্জনে সড়ক-মহাসড়ক অবকাঠামো নির্মাণে সড়ক নিরাপত্তার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ট্রাফিক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং সচেতনতা তৈরির প্রতিও গুরুত্বারোপ করে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় আইনগত কাঠামো করা হয়েছে পাকিস্পাশী।

দেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন এখন দৃশ্যমান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী নেতৃত্বে নির্মিত অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে পদ্মা সেতু। চালু হয়েছে অকল্প প্রজেক্টের স্বপ্নের মেট্রোরেল। নির্মিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্ণফুলী টানেল। উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের মাধ্যমে আমাদের অর্থনৈতিক মানের এক্সপ্রেসওয়ের যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। সড়ক দুর্ঘটনা রোধ ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সরকার জাতীয় মহাসড়কসমূহ সার্বক্ষণিক নেতৃত্বে চার-লেনে উন্নীত করছে। ২০০৯ সালে থেকে এ পর্যন্ত ৮৩৬ কিলোমিটার মহাসড়ক চার-লেনে উন্নীত করা হয়েছে, চলমান আছে আরও প্রায় ৫৭৪ কিলোমিটার মহাসড়কের কাজ।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৫০৬টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে, এর মধ্যে ৪৩১টি প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন করে। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নে সড়ক নিরাপত্তার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে একটি আদর্শ প্রকল্প।

সড়ক-মহাসড়ক নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি সড়ক নিরাপত্তার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে চালক জাতীয় মহাসড়কের পার্শ্বে পণ্যবাহী গাড়ি চালকদের জন্য বিশ্রামাগার নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে চলেছে। হানডট নিরসন ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ৯৯০টি ইন্টারসেকশন উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনাপ্রবণ ২৫২টি স্পট চিহ্নিত করে ১৭২টি স্পটকে দুর্ঘটনামুক্ত করা হয়েছে। অপর ৮০টি স্পট দুর্ঘটনামুক্ত করতে কাজ চলছে। সড়ক নিরাপত্তায় চালু হয়েছে রোড সেফটি অডিট। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন, হাইওয়ে পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি, মহাসড়কে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের পাশাপাশি মহাসড়কের ছয়টি রুমার আছড় ২৬টি এরোল লেভেল কসিংস স্টেশন স্থাপন কাজ চলছে। প্রযুক্তির ছোঁয়ায় এবারই প্রথমবারের মতো ট্রাফিক পরিবর্তন। ঘরে বসেই এসএমএস এর মাধ্যমে এবং অনলাইনে ভিহিকল রেজিস্ট্রেশন পরিবহণ সেবা পাচ্ছেন সেবাগ্রহীতাগণ। 'স্মার্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজিকরণে পাশাপাশি চালু করা হয়েছে ই-স্পেস ড্রাইভিং লাইসেন্স। ট্রাফিক আইনের বিধান সড়কেনতা তৈরিতে ব্যাপক-প্রাথমিক স্কুলে ছাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে ট্রাফিক সচেতনতা বিষয়ক তথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জনসচেতনতা তৈরিতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি কিছু সংস্থাও এগিয়ে এসেছে। এ অপেক্ষাণা আরো জোরদার এবং সমন্বিত হওয়া দরকার। প্রকৌশলগত ত্রুটি অপসারণ এবং যথাযথ আইন প্রয়োগের পাশাপাশি ব্যাপক সচেতনতা নিরাপদ সড়ক প্রতিষ্ঠায় প্রয়োগকে পরিপূর্ণতা নিয়ে পারে বলে আমি মনে করি।

আমি জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ওবায়দুল কাদের এমপি

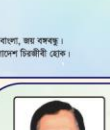

সচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ২২ অক্টোবর জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস। সপ্তমবারের মতো দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি ও বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস, ২০২৩' পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রত্যয়কে সামনে রেখে এ বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'আইন মেনে সড়কে চলি, 'স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি'।

'স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে স্বপ্নের সামনে রেখে একটি আধুনিক নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণসহ উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, অভাজগীন ক্রমবর্ধিষ্ণু উন্নত পরিবহণ চাহিদা পূরণ এবং পণ্য ও যাত্রীসেবার মান বৃদ্ধিকল্পে নিরলস কর্মপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সকলে পূজনা দক্ষিণ করণে 'সড়ক পরিবহন দিবসমালা, ২০২২' প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে একত্রাচিতে কাজ করে যাচ্ছে।

নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে দক্ষ চালক তৈরির পাশাপাশি একইসঙ্গে বায়োমেট্রিক ও ড্রাইভিং পরীক্ষা গ্রহণ করে ই-ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানপূর্বক ডাক বিভাগের মাধ্যমে দ্রুততমস সময়ের মধ্যে গ্রাহকের দোরগোড়ায় 'স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকল্পে ও আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিআরটিএ ঢাকা মেট্রো-১ সার্কেল ১২ লেন বিশিষ্ট সমন্বিত মোটরযান ফিটনেস পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থাপনের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩ দফা নির্দেশনা ও ১৭ দফা কর্মসূচি অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে সরকার, বেসরকারি সংগঠন, পরিবহণ মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তা, পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ আন্তরিকভাবে কাজ করছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক এবং ব্যাঙ্গবাদীন বিভিন্ন রুটকের সড়কে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ ও দুর্ঘটনা হ্রাসে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সড়ক মহাসড়কের প্রতিটি অংশে নিবিড় পর্যবেক্ষণ, দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা হ্রাস এবং আহত ব্যক্তির দ্রুত চিকিৎসা প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক ৯,৯৮৮ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকারি প্রতিষ্ঠান সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে মহাসড়কের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন এবং মহানগরীর জন্য উন্নত গণপরিবহণ ব্যবস্থার প্রচলন ও অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি সমাজের সকল শ্রেণি পেশার মানুষের জন্য সড়ক পরিবহণ আইন মেনে চলার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। তাই সড়ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে গাড়ি চালক, যাত্রী সাধারণ, পথচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন হতে হবে ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য 'আইন মেনে সড়কে চলি, 'স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি' কে মনে রেখে সকলকে 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের নিরাপদ সড়ক পরিবহণ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া জরুরি।

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস, ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় এবং আন্তরিক অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করছি। নিরাপদ সড়ক হোক আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সকলের জন্য শুভকামনা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(এ বি এম আমিন উল্লাহ নূরী)

নিরাপদ সড়ক ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ: আমাদের করণীয়

শেখ মোহাম্মদ মাহবুব-ই-রব্বানী
পরিচালক (রোড সেফটি), বিআরটিএ

বর্তমান সরকারের সময়ে বাংলাদেশে সড়ক পরিবহন সেক্টর অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। আধুনিক, উন্নত ও যুগোপযোগী পরিকল্পনায় সড়ক পরিবহন সেক্টর গতিশীলতা লাভ করায় পাশাপাশি যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে প্রধান মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের হিসেব অনুযায়ী জিডিপিতে পরিবহন সেক্টরের অবদান ৭.৩৩%, যার মধ্যে সড়ক পরিবহনের অবদান ৬.৫৪%। সড়ক অবকাঠামো উন্নত হওয়ায় পাশাপাশি যাত্রাবাদ মানুষের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কারণে সড়ক মহাসড়কে বৃদ্ধি পাচ্ছে মোটরযানের সংখ্যা ও এর ব্যবহার। অর্থনৈতিক উন্নয়ন অভিযাত্রা ও দারিদ্র্যমোচনে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে, সে তুলনায় সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস পায়নি। বিগত দশ বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিবছর গড়ে ৩১৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে ২০২১ সালে, ৫০৮৪ জন।

শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বব্যাপী মৃত্যু ও জনস্বাস্থ্য সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু শুধু একটি পরিবারের নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষতি। সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কারণ হচ্ছে ২-৯ বছর বয়সি মানুষ অর্থাৎ সন্তানসময় শিশু-কিশোর এবং সমাজের সবচেয়ে কর্মক্ষম ব্যক্তি। একজন কর্মক্ষম ও কর্মজীবী মানুষের মৃত্যু মানে একটি পরিবার নিঃস্ব হয়ে যাওয়া। সড়ক দুর্ঘটনায় কেউ আহত হয়ে পঙ্গুত্বরণ করলে সেই ব্যক্তি পরিবারের বোঝায় পরিণত হয়। এ বোঝা শুধু পরিবারের নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের। সড়ক দুর্ঘটনায় সবচেয়ে কর্মক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে জিডিপিতে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। তাই নিরাপদ সড়ক প্রতিষ্ঠায় বিশ্বব্যাপী বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার।

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সড়ক ব্যবহারের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে গত ৫ জুন, ২০১৭ তারিখে বর্তমান সরকার ৭ শ্রেণির ক্যাটাগরিতে ২২ অক্টোবরকে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। যথাপযুক্ত প্রতিপাদ্য ও নানা সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে ২০১৭ সাল থেকে প্রতিবছর সকলের অংশগ্রহণে দেশব্যাপী দিবসটি পালন করা হচ্ছে। 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রায় সড়কে আইন মেনে চলার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় এ বছরে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "আইন মেনে সড়কে চলি, 'স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি"।

জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি ২০৩০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতের সংখ্যা অর্ধেক কমিয়ে আনার লক্ষ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ইউএন ট্রোয়েল প্লানের পাঁচটি পিলার (সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ সড়ক ও গতিশীলতা, নিরাপদ যানবাহন, নিরাপদ সড়ক ব্যবহারকারী এবং দুর্ঘটনা পরবর্তী কার্যক্রম) এবং সড়ক নিরাপত্তার মৌলিক ০৪টি বিষয় (প্রকৌশল, শিক্ষা, আইন প্রয়োগ এবং দুর্ঘটনা পরবর্তী জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ) সমন্বয় করে আকশন প্ল্যান তৈরিপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের নিয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের তত্ত্বাবধানে বিআরটিএসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কাজ করছে।

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ০৬ দফা (গাড়ির চালক ও তার সহকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, লং ড্রাইভের সময় বিরতি চালক থাকা যাতে ০৫ ঘণ্টার বেশি কোনো চালককে একটানা দুর্ঘণ্যাত্রায় গাড়ি চালাতে না হয়, নিবিড় তুরত্ব পরপর সড়কের বিভিন্ন স্থানে বেসরকারি সেবাসহ বা বিশ্রামাগার তৈরি, অনিয়মকারীদের রাস্তা পারাপার করে পথ পার করতে যাতে সবাই নিশ্চয়তা মেনে চলে তা নিশ্চিত করা, পথচারী পারাপারে জেব্রাক্রসিং ব্যবস্থার নিশ্চিত করা এবং চালক ও যাত্রীদের সিটবেল্ট বাঁধার বিষয়টি নিশ্চিত করা) নির্দেশনার প্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৭ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, পুলিশ বিভাগ সড়ক দুর্ঘটনা বিষয়ক টাস্কফোর্সের মাধ্যমে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানোর ও দুর্ঘটনা রোধে ১১১ সুপারিশ বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করছে। অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন এর আওতায় নির্মিত হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক্সপ্রেসওয়ে, পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ে, মেট্রোরেল, বঙ্গবন্ধু টানেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ফ্লাইওভার, ওভারপাস-আন্ডারপাস, ফ্রিজ কানেক্টর ইত্যাদি। বিভিন্ন মহাসড়কে ১৭৮টি বাঁক সনাক্তকরণ, মডেলবাঁকসমূহ ও প্রশস্তকরণে আয় ব্যয়নিরীক্ষণের সম্পন্ন করা হয়েছে। দেশীয় সিস্টেম অ্যানালাইজ এর অংশগ্রহণ নির্দিষ্ট হারের নিচে দুর্ঘটনা হ্রাস পেয়েছে। বিভিন্ন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক্সপ্রেসওয়ে ও ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক।

৭৫৩ কিলোমিটার মহাসড়কের উভয় পাশে বীরশ্রেষ্ঠ বাহাদের জন্য পুষ্পক সার্ভিস নেদন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৩৩ কিলোমিটার সড়কে সার্ভিস লেন নির্মাণ করা হয়েছে। পুষ্পদা জোরদার করতে জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটি, উপজেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটি, জেলা/মেট্রো পরিবহণ কমিটি তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের সড়ক নিরাপত্তা পরিস্থিতির নিবিড় উন্নয়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে এশিয়ান লক্ষ্যমাত্রা ৩.৩ অর্জনের প্রত্যয়ে বিশ্বব্যাপকের অর্থায়নে সহায়তায় প্রায় ৪৯৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বাংলাদেশ রোড সেফটি প্রকল্প' চলমান রয়েছে, যা ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হবে। এর আওতায় জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলকে আরও সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ৯০ হাজার নতুন চালক তৈরি, সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতামূলক কার্যক্রম, জাতীয় মহাসড়কে ৪ (এন ৪) ও ৬ এর (এন ৬) ১৪০ কিলোমিটার অংশে Intergrated Traffic Management and Incident Detection System (ITMIDS) এর আওতায় সিসিটিভি, ভিডিও অডিও ভিডস এবং অটোমেটিক নম্বরপ্লেট রিকগনিশন (এএনপিআর) টেকনোলজি ব্যবহার করে পরিসীমা নিয়ন্ত্রণ, মহাসড়কে উচ্চ অংশে সার্বক্ষণিক সড়ক দুর্ঘটনা মনিটরিং করে আহত ব্যক্তিদের তাৎক্ষণিক ভেডিকেটেড অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে নিকটস্থ হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা, সড়ক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

'স্মার্ট বাংলাদেশের অভিযাত্রায় আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় ডিজিটাল ও অটোমেটেড সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) সব অনলাইন সেবা কার্যক্রম শুরু করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সেতু ভাল মিলিয়ে প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ২৫০ কিলোমিটার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক এবং ৭৫ কিলোমিটার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক্সপ্রেসওয়েতে সিসি ক্যামেরা স্থাপনপূর্বক সার্বক্ষণিক নজরদারিতে আনা হচ্ছে। সরকার ইতোমধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যানবাহনের অবস্থান, গতি, ট্রাফিকের পরিমাণ, প্রধান সমস্য, গাড়ি চালকের অবস্থান মনিটরিং করার জন্য Intelligent Transport System (ITS) Intelligent Transport System (ITS) স্থাপনের মাধ্যমে দুর্ঘটনা হ্রাসের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে প্রধমবারের মতো ট্রাফিক বোর্ডের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানে হাতে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণকারীর পরিবারকে একবারীন সাধুনা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা এবং গুরুতুপূর্ণ আহত ব্যক্তিকে অনুদান ও (তিন) লক্ষ টাকাসহ ০৪টি ব্যাটারিচালিত ভুহিলচেয়ার প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে মোটরযান রেজিস্ট্রেশন, মোটর ড্রাইভিং লাইসেন্স, রুট পারমিট, ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন, রাইডসোয়ারিং এনলিসটমেন্ট ইত্যাদি বিআরটিএ'র অধিকাংশ সেবা ডিজিটাইজ করেছে। 'স্মার্ট সেবার আওতায় একইদিনে বায়োমেট্রিক ও ড্রাইভিং পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক গুরুতার্থী প্রার্থীদের অনুকূলে স্মার্ট কার্ড প্রদানের লক্ষ্যে সাথে সাথে ই-ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে এবং মুখ 'স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স ডাকযোগে গ্রাহকের দোরগোড়ায় ৭-১০ দিনের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। নিরাপদ মোটরযান চলাচল নিশ্চিত করতে মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের লক্ষ্যে মিরপুরে ১২ লেন বিশিষ্ট ভেহিক্যাল ইন্সপেকশন সেন্টার (ভিআইসি) স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রতিদিন ৫০০ মোটরযানের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে আধুনিক ফিটনেস সার্টিফিকেট ইস্যু করা সম্ভব হবে। পর্যায়ক্রমে ঢাকার ইস্টার্ন, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, রংপুরসহ বিভাগীয় শহরে ভেহিক্যাল ইন্সপেকশন সেন্টার (ভিআইসি) স্থাপন করা হবে। বিআরটিএ'র অন্যান্য অফিসও এ ধরনের স্মার্ট সেবার আওতায় আনা হবে।

সড়ক পরিবহন ব্যবস্থাপনা অটোমেশনের আওতায় আনার পাশাপাশি সড়ক নিরাপত্তাকাজে সরকার মুগোপযোগী আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন করছে। ইতোমধ্যে সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮, মহাসড়ক আইন-২০২১, সড়ক পরিবহন বিধিমালা-২০২২, জাতীয় সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন নীতিমালা-২০১৩, টাস্কফোর্স সার্জিস গাইডলাইন-২০১০, রাইডশেয়ারিং সার্জিস নীতিমালা-২০১৭, ইলেক্ট্রিক মোটরযান রেজিস্ট্রেশন ও চলাচল সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৩ জারি করা হয়েছে। আরও আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে। সড়ক পরিবহন সেক্টরে পুঞ্জলা জোরদার করতে সড়ক পরিবহন আইনের আওতায় বিআরটিএ, জেলা প্রশাসন, হাইওয়ে এবং মেট্রো/জেলা পুলিশ নিয়ন্ত্রিতভাবে মোবাইল কোর্ট ও বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা। কেবল আইন প্রয়োগ দিয়ে প্রশাসনিক তৎপরতায় সড়ক দুর্ঘটনার মতো ব্যবহারিক সমস্যা মোবাবিলায় আশানুরূপ ফল প্রত্যাশার অবকাশ নেই। আইন প্রতিপালনের সকলকে সচেতনতে আন্তরিক হতে হবে। নিজে আইন মানতে হবে এবং অন্যকেও আইন প্রতিপালনের বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। এ কারণে 'স্মার্ট বাংলাদেশের সাথে মানিয়ে নিতে এখন থেকেই শতভাগ আইন মেনে সড়কে চলার অঙ্গীকার গড়ে তুলতে হবে। মোটরযান মালিক, চালক, যাত্রী, পথচারীসহ সড়ক ব্যবহারকারী সকলকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে, আইন প্রতিপালনে তৎপর হতে হবে, গড়ে তুলতে হবে আইন মেনে চলার সংস্কৃতি। সর্বোপরি সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে সকলকে সম্পূর্ণ করার জন্য এটিকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে হবে। আসুন আমরা সড়ক দুর্ঘটনা রোধ তথা নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে 'স্মার্ট বাংলাদেশের অভিযাত্রায় শরীক হতে আইন মেনে সড়কে চলি।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৬ কার্তিক ১৪৩০
২২ অক্টোবর ২০২৩

বাণী

সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ বছর থেকে মতো 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশবাসীকে আন্তরিক অভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'আইন মেনে সড়কে চলি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি' যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ